গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
**রাজস্ব ভবন**
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.nbr.gov.bd

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি**

তারিখঃ ১০ জানুয়ারী ২০১৬

## মাননীয় আপিল বিভাগের রায় যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইল লিঃ এর বিপক্ষেঃ এনবিআর পাবে ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার রাজস্ব।

আজ মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষে রায় ঘোষণা করায় যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইল লিঃ কে ২,৫১,৩০,৯৫৫.০০ (দুই কোটি একান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শত পঞ্চান্ন) টাকা চট্রগ্রাম কাস্টমসের সরকারি হিসাবে জমা দিতে হবে। মহামান্য আপীলেট ডিভিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ বিষয়ে দায়েরকৃত সিভিল পিটিশন নং-৩৬/২০১৬ শুনানী গ্রহণ করেন এবং শুনানী শেষে সর্বসম্মতভাবে রিট আবেদনকারীর রিট খারিজ করে দেন এবং যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইল লিঃ সিনাবহ, কালিয়াকৈর, গাজীপুরকে সরকারের প্রাপ্য শুল্ক-করাদি বাবদ সমুদয় টাকা ১৫(পনের ) দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য আদেশ প্রদান করেন।

যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইল লিঃ ০৭ টি চালানের বিপরীতে চীন হতে রেফ্রিজারেটর এর কমপ্রেসার (এইচ. এস. কোড-৮৪১৪.৩০.৯০) আমদানী করে, যার উপর কাস্টমস্ ডিউটি ৫%, মূল্য সংযোজন কর ১৫% এবং অগ্রিম আয়কর ৫% প্রযোজ্য। কিন্তু কাস্টম হাউস চট্টগ্রামে প্রদত্ত ঘোষণায় আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান উক্ত কমপ্রেসারকে এয়ার কমপ্রেসার (এইচ. এস. কোড-৮৪১৪.৩০.৯০) হিসেবে ঘোষণা প্রদান করে, যার উপর শুধুমাত্র ২% হারে সিডি প্রযোজ্য। কাস্টমস্ হাউস চট্টগ্রাম উক্ত ০৭ (সাত) টি চালান পোস্ট অডিটের মাধ্যমে ২,৫১,৩০,৯৫৫.০০ (দুই কোটি একান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শত পঞ্চান্ন) টাকা কর ফাঁকি উদঘাটন পূর্বক দাবীনামা জারী করে।

যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইল লিঃ মিথ্যা ঘোষনা দিয়ে প্রযোজ্য শুল্ক- করাদি ফাঁকি দেয়ার লক্ষ্যেপণ্য চালানটি আমদানি করেছিল। কাস্টমস্ হাউস বর্ণিত রাজস্ব আদায়ে উদ্দেশ্য দাবি নামা জারি করে। উক্ত দাবিনামার টাকা পরিশোধ না করে যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইল লিঃ মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে উক্ত দাবীনামার আদেশের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন নম্বর ১৩৮৫/২০১৫ দায়ের করে। মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন ২১-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের অন্তবর্তী আদেশে রিট আবেদনকারীর বক্তব্য/আবেদন বিবেচনায় নিয়ে দাবীনামার উপর ০৩ (তিন) মাসের অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন এর উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে সিভিল পিটিশন (সিপি) নম্বর ৩৬/২০১৬ দাখিল করা হয়।

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে ১,৭৬,৩৭১ (এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত একাত্তর) কোটি টাকা আদায়ের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এনবিআরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অহর্নিশ কাজ করে যাচ্ছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারের প্রায় ৮৫% রাজস্ব আদায় করে থাকে। এ বৃহৎ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দৈনন্দিন রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলাসমূহের নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ধারাবাহিকতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণ মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়ের সহায়তায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিরুদ্ধে আনীত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, 'আমরা রাষ্ট্রের রাজস্ব ভান্ডারকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার দৃঢ় প্রত্যয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগে বিচারাধীন ২৫,০০০ (পচিশ) হাজার মামলায় প্রায় ৩১ (একত্রিশ) হাজার কোটি টাকার আর্থিক সংশ্লেষ সম্বলিত রাজস্ব মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পতির উদ্যোগ নিয়েছি । এ ক্ষেত্রে সরকারের সকল বিভাগ আমাদের সর্বাত্নক সহযোগিতা করছেন। বিশেষ করে মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে। এ জন্য আমি মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ এবং তাঁর বিজ্ঞ কার্যালয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি'।

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

১০/০১/২০১৬

(সৈয়দ এ, মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপক,

**বার্তা সম্পাদক**
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।